যুগান্তর

তারিখ ... 05 JUN 2008
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

নরসিংদীতে মাদ্রাসা সুপার বরখাস্ত হয়েও বহাল তবিয়তে

নরসিংদী প্রতিনিধি

নরসিংদীর শিবপুরে সাধারচর এসকেবি মাদ্রাসা সুপারের দুর্নীতি ও রেজিস্ট্রেশন জালিয়াতির কারণে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এছাড়া প্রতি বছর ভুয়া দাখিল পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। এসব ভুয়া পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে গ্রেফতার হয়ে জেল-জরিমানাসহ নানা হয়রানির শিকার হচ্ছে। মাদ্রাসা সুপার নানা অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত হলেও এলাকার প্রভাবশালী ও কিছু প্রশাসনিক কর্মকর্তার ছত্রছায়ায় মাদ্রাসাটিতে বহাল তবিয়তে অফিস করছেন। জানা গেছে আমিনুল ইসলামকে মাদ্রাসা সুপার মনোনীত করার পর থেকেই তিনি একটি চিহ্নিত প্রভাবশালী চক্রের ছত্রছায়ায় সীমাহীন দুর্নীতি ও জালিয়াতি শুরু করেন। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম, মাদ্রাসার তহবিল তসরুপ এবং ঘুষের বিনিময়ে ভুয়া শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দানের সুযোগ দিয়ে তিনি লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিতে থাকেন। তিনি নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনে ভুয়া পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দানের সুযোগ দেন। অপরদিকে ছাত্রদের অন্য ভুয়া রেজিস্ট্রেশনে পরীক্ষা দেয়াতে গিয়ে তাদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেন। সরেজমিন দেখা গেছে, মাদ্রাসাটি থেকে ২০০৮ সালে দাখিল পরীক্ষা দেয় ৬২ জন অথচ রেজি. ফরম পূরণকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৩ জন। মাদ্রাসা সুপার প্রতিজন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে অবৈধভাবে ১৯ জনকে পরীক্ষাদানের সুযোগ দেন। একই সঙ্গে তিনি নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ঘুষের বিনিময়ে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন এমন অভিযোগও রয়েছে। এ ঘটনা জানতে পেরে পরীক্ষাকালীন সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনার তদন্ত করেন এবং কয়েকজন ভুয়া পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বন্ধ করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ মে সুপার আমিনুল ইসলাম চাকরি থেকে অপসারিত হন। সহ-সুপার আবদুল্লাহ আল মামুন ভারপ্রাপ্ত সুপার হন